Aslaf Academy

# লেকচার ১০: ইসলাম প্রচারে বাধা মুকাবিলায় নবীজি (সাঃ)।

## কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

# লেকচার ১০ : ইসলাম প্রচারে বাধা মুকাবিলায় নবীজি (সাঃ)।

## ইসলাম প্রচারের পথে নানা বাধা ও কুরাইশদের অত্যাচার -

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করতেই মক্কার কুরাইশরা ও প্রভাবশালী-মহল নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের ছক আঁকতে শুরু করে।

হজের সময় আসলে বড় বড় হজ কাফেলাকেই কাফেররা নবীজীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার উপায় হিসেবে বেছে নিলো। মক্কার সকল প্রবেশ পথে তারা লোক নিয়োগ করে দেয়, যেন মক্কায় প্রবেশের আগেই কাফেলার লোকেরা নবীজীর নামে নানা বিষবাক্য শুনে তাঁকে এড়িয়ে চলে এবং তাঁর কোনো কথায় যেন কান না দেয়। রটিয়ে দেওয়া হলো, শহরে এক পাগলের আবির্ভাব হয়েছে! কেউ বললো জাদুকর! কেউ বললো কবি! মোটকথা, আগত সবার মনকে নবীজীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার সব ব্যবস্থাই করা হলো।

রাসূলের মক্কি জীবনে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, কাফেরদের এই বিরুদ্ধাচরণের কয়েকটি রূপ ছিলো:

- ঠাট্টা–তামাশা, ব্যঙ্গ–বিদ্রুপ, মিথ্যা অপবাদ।
- সত্যধর্মের বিরুদ্ধে জন মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি এবং মিথ্যা ও ভ্রান্ত হিসেবে নবীজীর দাওয়াতকে কলঙ্কিতকরণ।
- অতীতকালের ঘটনাবলি ও উপাখ্যানসমূহ এবং কুরআনে কারিমে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে অর্থহীন ধূম্রজাল সৃষ্টি করে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি।
- শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে অত্যাচার ও পীড়নের অমানবিক সকল উপায় ও কুটিল পন্থা অবলম্বন।

কাফেরদের উৎপীড়ন ও মুসলিমদের বেদনা, সাথে-সাথে কাফেরদের কর্মফল ও পরিণাম এবং মুসলিমদের জন্য পুরস্কারের কথা— এ সবকিছুই কোরআনে নানা আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানেও ফুটে উঠেছে রাসূলের বাধাগ্রস্ত আপদসঙ্কুল মক্কি জীবনের কথা। মক্কার

কাফেরদের অত্যাচার আর পীড়নের শিকার ছিলো ইসলাম ও মুহাম্মদ (সাঃ)। তাই এই পীড়নের পথে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা বংশীয় পরিচয় প্রতিরোধ নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে সেখানে যেমনিভাবে নির্যাতিত হয়েছেন ক্রীতদাস বিলাল, তেমনিভাবে নির্যাতিত হয়েছেন উসমান, তালহা ও জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও।

## নবীজীর বিরুদ্ধে আবু তালিবের কাছে কুরাইশ-প্রতিনিধিদল -

নবীজীকে তার আদর্শের প্রচার থেকে কোনোভাবেই ফেরানো যায়নি। তিনি তাঁর কাজে ও প্রচারে প্রতিনিয়ত আরও ব্যাপৃত হচ্ছিলেন। মক্কার কাফেররা আর কোনোভাবেই নবীজীকে সহ্য করতে পারছিলো না। তাই কুরাইশের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি একত্র হয়ে আবু তালিবের নিকট গিয়ে বললো, 'হে আবু তালিব, আপনার ভাতিজা আমাদের দেব-দেবীকে গালিগালাজ করছে, আমাদের ধর্মের নিন্দা করছে, আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেকহীন মূর্খ বলছে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে ধর্মভ্রষ্ট বলছে; অতএব, হয় আপনি তাকে এ জাতীয় কাজকর্ম থেকে বিরত রাখুন, নতুবা আমাদের এবং তার মধ্য থেকে আপনি দূরে সরে যান। কারণ, আপনিও আমাদের মতোই তার বক্তব্য মতে ভিন্নধর্মের অনুসারী। তার ব্যাপারে আমরাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবো।' জবাবে আবু তালিব অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজে কিছু কথাবার্তা বলে তাদের বুঝিয়ে বিদায় করলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ পূর্ণোদ্যমে তার প্রচারকাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। অন্যদিকে কুরাইশরাও বেশি দেরি করলো না, যখন দেখলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাজ ও আল্লাহর পথে দাওয়াত পূর্ণামাত্রায় চালিয়ে যাচ্ছেন-ই, বরং তিনি তাঁর দাওয়াতি তৎপরতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিরুপায় হয়ে তারা আগের চেয়েও আরো ক্রোধান্বিত হয়ে আবু তালিবের নিকট পুনরায় গেল।

কুরাইশ-প্রধানগণ আবু তালিবের নিকট গিয়ে বললো, 'হে আবু তালিব, আপনি আমাদের মাঝে মান-মর্যাদার অধিকারী একজন বয়স্ক ব্যক্তি। আমরা ইতোপূর্বে আপনার নিকট আবেদন করেছিলাম যে, আপনার ভাতিজাকে আমাদের ধর্ম সম্পর্কে নিন্দাবাদ করা থেকে বিরত রাখুন, কিন্তু আপনি তা করেননি। আপনি মনে রাখবেন, আমরা এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছি না যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের গালি-গালাজ করা হবে, আমাদের বিবেককে

নির্বুদ্ধিতা বলে আখ্যায়িত করা হবে এবং আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করা হবে। আমরা আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি, হয় আপনি তাকে এসব থেকে নিবৃত্ত রাখুন, না হয় আমাদের দুই দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতেই থাকবে।'

এই হুমকি শুনে আবু তালিব বিচলিত হলেন। নবীজীর ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত হলেন। নবীজীকে ডেকে সব বললেন। দ্বিধা ও ব্যথা নিয়ে বললেন, 'বাবা, একটু বিচার-বিবেচনা করে কাজ করো। যে ভার বহন করার শক্তি আমার নেই, সে ভার আমার উপর চাপিয়ে দিয়ো না।' ফলে রাসূলুল্লাহ অসহায় ও বিপন্ন বোধ করলেন। ধারণা করলেন, হয়তো চাচাও তাঁর সঙ্গ দিতে পারবেন না আর! এরপরও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'চাচাজান, আল্লাহর শপথ, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও শাশ্বত এ মহাসত্য প্রচার করা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্যুত হব না। এ কাজে হয় আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাবো। কিন্তু চাচাজান, আপনি অবশ্যই জানবেন যে, মুহাম্মাদ কখনোই এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে না।'

প্রিয় ভাতিজার এ দৃঢ় কণ্ঠে আবু তালিবের প্রাণ কেঁদে উঠলো। তিনি নবীজীকে আবার ডেকে পাঠালেন। এবং বললেন : 'প্রিয় ভাতিজা, নির্দ্বিধায় নিজ কর্তব্য পালন করে যাও। আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি কোনো অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করবো না।'

## আবু তালিবের সমর্থন ও অত্যাচারের নতুন অধ্যায় -

নবী মুহাম্মদ (সঃ) কোনোভাবেই তাঁর কাজ থেকে নিবৃত্ত হননি। সাহাবীদের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, নবীজির বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো, তাঁর ধর্ম ও ধর্মকথা নিয়ে দিন-রাত মিথ্যা অপপ্রচার, শেষতক নবীজীর একমাত্র অভিভাবক আবু তালিবকে হুমকি—এর কোনোটাই যখন ফলপ্রসূ হলো না, বরং নবীজী তাঁর আদর্শ-প্রচারে নিত্য বেগবান ও গতিশীলই হচ্ছিলেন, তখন কুরাইশরা বুঝলো যে, তারা শত বললেও আবু তালিব নবীজীর উপর থেকে তার পৃষ্ঠপোষকতা সরিয়ে নিবেন না। তারা আবার আবু তালিবের কাছে গেলো, বললো— 'আবু তালিব, আমরা আপনাকে আমাদের জাতীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা ও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে মুহাম্মদকে ফেরানোর অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু আপনি মুহাম্মদকে ফেরাননি। আপনি আমাদের স্বজাতি হয়েও মুহাম্মদের অন্যায় অনৈক্যের এই প্রচার ও অধর্মের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতা করে যাচ্ছেন। এগুলো ছাড়ুন। এই দেখুন, এ হলো ওলিদ ইবনে মুগিরার ছেলে

উমারা। এ হচ্ছে কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং ধার্মিক যুবক। আপনি একে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। আপনি একে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিন। এ যুবক আজ হতে আপনার সন্তান বলে গণ্য হবে। এর পরিবর্তে আপনার ভাতিজাকে আমাদের হাতে সমর্পণ করে দিন। সে আপনার ও আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরোধিতা করছে; আমাদের জাতীয়তা, একতা এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছে এবং সকলের জ্ঞানবুদ্ধিকে নির্বুদ্ধিতা বলছে। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এক ব্যক্তির বিনিময়ে এক ব্যক্তিই যথেষ্ট।'

আবু তালিব তাদের এই কদর্য প্রস্তাব আমলে তো আনলেনই না, বরং দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্ট বললেন, 'তোমরা যে কথা বললে এরচেয়ে জঘন্য এবং অর্থহীন কথা আর কিছু হতে পারে কি? তোমরা তোমাদের সন্তান আমাকে এ উদ্দেশ্যে দিচ্ছো যে, আমি তাকে খাইয়ে পরিয়ে লালন-পালন করবো আর আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো এ উদ্দেশ্যে যে, তোমরা তাকে হত্যা করবে। আল্লাহর শপথ! কখনোই এমনটি হতে পারে না।'

আবু তালিবের এই সরাসরি প্রত্যাখ্যান কাফেরদের খুব বেকায়দায় যেমন ফেললো, তেমন তারা জিঘাংসীও হয়ে উঠলো আগের থেকে বহু গুণে। আবু লাহাব তার ছেলেদের সাথে হওয়া নবীজির দুই মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিলো, নবীজির পুত্র আবদুল্লাহ মারা গেলে উল্লসিত হয়ে ওই খবর সে চাউর করলো আর বললো : মুহাম্মদ লেজকাটা, নবিজি নামাযে দাঁড়ালে তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে লাগলো উটের ভূড়ি, পায়ে ছোড়া হলো পাথর, পথে বিছানো হলো কাঁটা—একটা জীবনকে সর্বতোভাবে বিষিয়ে তোলার সবরকম পাঁয়তারা চালিয়ে যেতে লাগলো মক্কার কাফেররা; এ অবস্থায় সাহাবিদের কী অবস্থা হয়েছিলো, তা সহজেই অনুমেয়। জলজ্যান্ত মানুষগুলো এক মৃত্যুমুখের মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো। [1]

## শিক্ষণীয় বিষয় -

আজকের দরসের মূল শিক্ষা হলো-

১. হকের উপর অবিচল থাকা। নবিজি সা: কোনভাবেই কাফেরদের কোন প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বরং সাহসের সাথে যেভাবে আবু তালেবকে জবাব দিয়েছেন, এটাই তার দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। ফলে আবু তালিবের কাছেও সত্য প্রকাশিত হয় এবং তিনি

[1] সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃষ্ঠা: ৩৭-৩৮, আস সিরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃষ্ঠা: ১২৩-১২৫

সর্বাবস্থায় নবিজির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। আমরাও যদি এভাবে নিজেদের আদর্শের উপর অটল থাকতে পারি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন ইনশাআল্লাহ।

২. সত্যের বিপক্ষের মানুষেরা সবসময়ই চেষ্টা করবে যে কোনভাবেই হোক, সত্যকে থামিয়ে দেয়ার। এজন্য তারা নানা বাহানা তালাশ করতে থাকবে। আজকের দরসে যেমনটি আমরা দেখেছি। এর বিপরীতে হকের পতাকার বাহিনীর করণীয় হলো- যে কোনভাবে নিজেদের আদর্শ ধরে রাখা...

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।